

মাটির প্রতীমিতে চন্ময়ী ঈশ্বরীয় সত্তার পূজা

মাটির প্রতীমিতে চন্ময়ী ঈশ্বরীয় সত্তার পূজা :-

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলি, "প্রতীমা তো মাটিতে তৈয়ারী; ঈশ্বরজ্ঞানে ভাবনা করবি কেন?"

ইহার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললি, "মাটি কেনে গো! চন্ময়ী প্রতীমা, তিনি তো অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটির প্রতীমা পূজা করাতো কিছু ভুল হয়ে থাকে, তনিকি জানেন না যে তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতে সন্তুষ্ট হন। যমেন বাপরে ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তমেনি প্রতীমার পূজা করতে করতে সত্যের রূপ-উদ্দীপন হয়। যমেন সোলার আতা এবং মাটির হাতী দেখে আসল আতা ও আসল হাতী মনে পড়ে, সেইরকম প্রতীমা দেখে ঈশ্বরকে মনে পড়ে।"

মাটি, তামা সমস্তই সেই পরমপুরুষ। পরমপুরুষ ছাড়া আর কিছু নাই। একটি কৃষ্ণদ্র জলবিন্দুও পরাশক্তির রূপ। যে জল আমরা পান করি, তাহাও পরাশক্তি। উহা আমাদের ভিতরে প্রবেশে করিয়া অন্তর যে শীতল করে, তাহাও পরাশক্তির লীলা। তুলসীমালা লইয়া হরনাম জপ করিলি প্রত্যকে তুলসীও হরির রূপ বলিয়া বোধ হইবে।

ভগবান সর্বব্যাপী। সেই পরাশক্তি সর্বত্রই বিরাজ করেন। উপাস্য মূর্তি কেবল একটি প্রতীকমাত্র নয়। সর্বব্যাপী ঈশ্বর সেই বগ্রহেও প্রত্যক্ষভাবে বিরাজ করেন। শ্রদ্ধাভক্তসিহকারে মাটি লইয়া শবিলঙ্গি গড়িলি তাহাতে পরমেশ্বরের আবির্ভাব হয়। সকল বস্তুতেই ঈশ্বর বিদ্যমান। সেই মৃত্তকানন্মতি শবি-লঙ্গিও পরমেশ্বর ছাড়া আর কিছু নহে।